Contents

প্রশ্নোত্তরে

কুরবানী ও আকীকা

দলীলভিত্তিক কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় মাসাইল সঙ্কলন

প্রণয়নে
অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

পরিমার্জনে
ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মজুমদার
সহযোগী অধ্যাপক, ফিক্‌হ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, প্রশ্নোত্তরদাতা– ইসলামী টিভি

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ আল মাদানী
সহযোগী অধ্যাপক, ফিক্‌হ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

প্রশ্নোত্তরে কুরবানী ও আকীকা ❖ অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, ৫১ পুরানা পল্টন ঢাকা ১০০০। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ ©: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ❖ প্রচ্ছদ: সাইফুল ইসলাম ❖ মুদ্রণ: পি এ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

মন্তব্য ও পরামর্শ : ০১৭১১৬৯৬৯০৮

বিক্রয়কেন্দ্র

পল্টন সিটি, ৫১ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : চব্বিশ টাকা মাত্র

প্রাথমিক কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ৯৫ শতাংশের অধিক হবে সাধারণ শিক্ষিত– স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্যে পারদর্শী; কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হলেও মাদরাসা পড়ুয়া বা আরবী জানা লোকদের সংখ্যা একেবারেই কম। সে কারণে কুরআন-সুন্নাহর অনেক হুকুম-আহকাম সরাসরি আরবী গ্রন্থ থেকে আমরা আয়ত্ত করতে পারি না। আর তাই আমাদের মায়ের ভাষার এ ছোট্ট পুস্তিকাটিতে হাত দিলাম।

বাজারে কুরবানীর মাসাইল সংক্রান্ত ছোট্ট কয়েকটি বই আমার নজরে পড়েছে; কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশগুলোতেই বিস্তারিত মাসআলা পাইনি। লক্ষ্য করেছি যে, কুরবানীর সাথে আকীকার মাসআলার বহুলাংশে মিল রয়েছে। সে জন্য কুরবানীর বিষয়ের সাথে আকীকার বিষয়টিও সংযুক্ত করা হলো।

আরো উল্লেখ্য যে, আকীকাসংক্রান্ত কোনো বই-ই এখনো পর্যন্ত আমার নজরে আসেনি। আমার ধারণা, এ বিষয়টি সম্পর্কে জাতির বৃহৎ জনগোষ্ঠী অনবহিত রয়েছে। সমাজের অধিকাংশ লোকই আকীকার গুরুত্ব, ফযীলত ও উপকারিতা জানে না বলে অনুভূত হচ্ছে। এমনটি হলে অনেক কল্যাণ অর্জন থেকে আমরা বঞ্চিত হবো। আশা করি, সাধারণ শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী এমনকি আরবী পড়ুয়া মাদরাসা শিক্ষিত আলেম-উলামাগণও এ বই থেকে সমূহ উপকৃত হবেন ইনশা-আল্লাহ এবং আমার ধারণামতে, এটিই হয়তোবা এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম পুস্তিকা হতে পারে।

প্রত্যেকের ঘরেই নবজাতকেরা আসতে থাকবে এবং এ আগমনের পালা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারে যদি এ একটি বই প্রত্যেকের ঘরে ঘরে থাকে এবং কুরআন-সুন্নাহর সহীহ পদ্ধতিতে আকীকার মহান সুন্নাতটি যদি তারা বাস্তবায়ন করে তাহলে মানুষ অনেক বিপদাপদ থেকে বেঁচে যাবে,

স্বয়ং আল্লাহ তাকে হেফাযতে ও নিরাপদে রাখবেন তার রহমতের ছায়াতলে এবং তাদের জীবনে অফুরন্ত নিয়ামত ও কল্যাণের ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

বইটিতে বিষয় সম্পৃক্ত খুঁটিনাটি মাসআলা-মাসাইল তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে আপনার জিজ্ঞাসার প্রায় ৯০% জবাব এতে পাবেন বলে আশা করি। আবার যাতে কোনো ভুল-ত্রুটি এতে না থাকে সেজন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। এ মহৎ কাজটিতে মক্কা মুকার্‌রামা, মদীনা মুনাওয়ারার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াসহ দেশের ভেতরেরও বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আলেম, মুফতী, ডক্টর ও প্রফেসর এ বিষয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন; সংশোধনে অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ যিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাতাওয়া ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে পিএইচডি করেছেন তিনি আমাকে অনেক ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। এর পরও সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ– যদি কোনো ধরনের ভুল কোথাও পাওয়া যায় তাহলে আমাকে মেহেরবানি করে অবহিত করবেন। আমার মোবাইল নাম্বার, ইমেইল ও ডাক ঠিকানা এখানে রইল।

বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার সময়ই কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বইটি ছাপানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এ জন্য তাকে অনেক মুবারকবাদ।

যারা বইটিতে যেকোনো প্রকারে অবদান রেখেছেন ও রাখবেন এবং বইটি পড়বেন ও প্রচার প্রসারে মেহনত করবেন সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম জাযায়ে খায়ের দ্বারা পুরস্কৃত করুন। আমীন!

পরামর্শ পাঠানোর ঠিকানা

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
সভাপতি, সিরাজনগর উম্মুলকুরা আলিম মাদ্‌রাসা
পো: রাধাগঞ্জ বাজার, উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী
মোবাইল : ০১৭১১৬৯৬৯০৮, ইমেইল noor715@yahoo.com

Contents

সূচিপত্র

লেখক প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলি

১. কুরআন কারীমের মর্মার্থ ও শব্দার্থ (৩০শ পারা)*
২. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত পদ্ধতি
৩. আরবী উচ্চারণ শিক্ষা
৪. প্রশ্নোত্তরে হজ্জ ও উমরা
৫. প্রশ্নোত্তরে জুমু'আ ও খুৎবা*
৬. প্রশ্নোত্তরে রমযান ও ঈদ*
৭. বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ওযূ-গোসল*
৮. যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*
৯. শুধু আল্লাহর কাছে চাই (দোয়া-মুনাজাতের সংকলন)
১০. আধুনিক আরবী সাহিত্য (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
১১. আকীদা ও ফিক্হ (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী)

সম্পাদিত গ্রন্থাবলি

১২. সহজ পদ্ধতিতে আরবী ভাষা শিক্ষাদান
১৩. রমযান মাসের ৩০ আসর
১৪. হারাম শরীফের দেশ : ফযীলত ও আহকাম
১৫. তাওহীদ

প্রকাশের পথে

১৬. Dua Book in Arabic, English & Bangali

*চিহ্নিত বইগুলো কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড থেকে প্রকাশিত।

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরবানী অধ্যায়

আমাদের রব আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বান্দা সর্বদা ত্যাগের মহিমায় গরিয়ান হবে; তাঁরই আহ্বানে যাকিছু প্রয়োজন বিলিয়ে দেবে আল্লাহর রাস্তায়– এটাই হলো একজন মুমিনের ঈমানী চেতনা।

স্বাস্থ্য, মেধা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সময়-সম্পদ, আরাম-আয়েশ এগুলো আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর রাস্তায় বান্দা কুরবানী করবে– তা তাঁর কাছে বড়ই প্রিয়।

দয়াল গাফূরুর রাহীমের নিয়ামতের ভাণ্ডার থেকে তাঁরই দেওয়া সম্পদ হতে একটি পশু জবাই নিয়ে এ ছোট্ট পুস্তিকার প্রাথমিক আলোচনা, যাকে আমরা কুরবানী বলে জানি।

কুরবানীর পরিচয়, ইতিহাস ও এর হুকুম

প্রশ্ন: কুরবানী বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ঈদুল আযহার দিনগুলোতে গৃহপালিত যে চতুষ্পদ হালাল জন্তু জবাই করা হয় তাকেই বলা হয় 'কুরবানী'।

প্রশ্ন: আরবীতে কুরবানীকে أُضْحِيَّة উদ্‌হিয়্যাহ বলা হয় কেন?

উত্তর: দিনের প্রথম প্রহরকে আরবীতে ضُحٰى দুহা বলা হয়। আর যেহেতু কুরবানীর পশু দুহার ওয়াক্তে জবাই করা হয় সে জন্য এটাকে বলা হয় أُضْحِيَّة উদ্‌হিয়্যাহ অর্থাৎ কুরবানী।

প্রশ্ন: কুরবানীর প্রচলন কিভাবে শুরু হয়?

উত্তর: প্রিয়নবী ইবরাহীম (আ)-এর কলিজার টুকরা শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ) যখন সবেমাত্র চলাফেরা শিখল এমনই সময় আল্লাহ তাআলা এ দুই পিতা-পুত্রকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। স্বপ্নযোগে ইবরাহীম (আ) দেখলেন তার– শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহর নির্দেশে জবাই দিচ্ছেন। ঘটনাটি তার এ

পুত্রের নিকট বিবৃত করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এতে তার কী মত। আল্লাহর নবী ইসমাঈল (আ) এ ছোট্ট বয়সেই এত বড় একটি কঠিন প্রস্তাব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা সাফ্‌ফাত-এর ১০২ নং আয়াতে এ ঘটনা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ -

'সেই ছেলে যখন পিতার সাথে দৌড়ঝাঁপ করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছল, তখন (একদিন) ইবরাহীম তাঁর পুত্রকে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে জবাই করছি। এখন তুমি বল, তোমার কী অভিমত। ছেলে বলল, আব্বাজান! আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আপনি তাই করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।'

সন্তান শুয়ে পড়ল। আর আপন পিতা গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন। নবীর পুত্র নবী– এ দু' পিতা-পুত্রের অভূতপূর্ব আনুগত্য দেখে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল (আ)-এর বদলে একটি দুম্বা জবাই করে দিলেন। বেঁচে গেলেন ইসমাঈল (আ)। ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা পাস করে গেলেন পিতা-পুত্র দু'জনেই। এ ঘটনা অবিস্মরণীয় এক ইতিহাস হয়ে রইল কিয়ামত পর্যন্ত। এরই আলোকে আমাদের কুরবানী। তবে তাদের কুরবানীর সাথে আমাদের পার্থক্য হলো এতটুকু– ইবরাহীম পয়গাম্বর ছুরি চালিয়েছিলেন নিজ সন্তানের গলায়, আর আমরা চালাই পশুর গলায়। এ হলো কুরবানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রশ্ন: কুরবানীর হুকুম কী?

উত্তর: কুরবানী করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'তোমরা তোমাদের রবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করো। তাছাড়া হাদীসেও এ বিষয়ে নির্দেশ রয়েছে। এর আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। অপরদিকে জমহুর অর্থাৎ অধিকাংশ ফুকাহাদের মতে 'কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এ মতের পক্ষে রয়েছেন ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ। তবে যারা কুরবানীকে ওয়াজিব বলেছেন তাদের অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র)-র দলীল এখানে শক্তিশালী।

Contents

কুরবানীর ফযীলত

প্রশ্ন: কুরবানীর ফযীলত জানতে চাই?

উ: কুরবানীর ফযীলত অনেক, তন্মধ্যে:

১. তাকওয়া অর্জন: আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ

'(কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া'। (সূরা হাজ্জ: ৩৭)

২. আল্লাহর নিদর্শন: তিনি আরো বলেন,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ـ

'কুরবানীর উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিদর্শন হিসেবে সৃষ্টি করেছি, এতে তোমাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ।' (সূরা হাজ্জ: ৩৬)

৩. কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার যিক্র বাস্তবায়িত হয়:

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ـ

'(যুগে যুগে) প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর বিধান অবধারিত করে দিয়েছি; যাতে করে চতুষ্পদ জন্তু দিয়ে তাদের জন্য প্রদত্ত রিয্ক পেয়ে তারা যেন আল্লাহর যিক্র করে (অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করে, বান্দারা যেন তাদের রবের শোকর গুজার করে)। (সূরা হাজ্জ: ৩৪)

৪. কুরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহ আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয় কাজ:

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا ـ

Contents

'ঈদুল আযহার দিন জবাইকৃত কুরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহের চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় আর কিছু নেই। নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তিনি এর শিং, খোর ও চুল এসবই নেকীতে পরিণত করবেন। তাছাড়া এ পশুর রক্ত জমিনে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। অতএব, তোমরা খুশি মনে কুরবানী দাও।' (তিরমিযী ১৪৯৩, ইবনে মাজাহ ৩১২৬, হাদীসটি হাসান ও গরীব, আলবানীর মতে দুর্বল)

৫. কুরবানীর জন্তুর প্রতিটি চুল ও পশমের বিনিময়ে নেকী রয়েছে:

সাহাবী যায়েদ ইবনে আরকাম (زَيْد بْنِ أَرْقَم) (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذِهِ الْأَضَاحِىْ؟ قَالَ سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالُوْا مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قَالُوْا فَالصُّوْفُ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ -

'আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল! কিসের জন্য এ কুরবানী? তিনি উত্তর দিলেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত। তারা বলল, এতে আমাদের জন্য কল্যাণের কী আছে? উত্তরে তিনি বললেন, এর প্রতিটি চুলের বিনিময়ে নেকী রয়েছে। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো– পশমের জন্যও কি বিনিময় রয়েছে? জবাবে এবারও রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, প্রতিটি পশমের বিনিময়ে নেকী রয়েছে। (আহমদ ও ইবনে মাজাহ ৩১২৭, আলবানীর মতে, হাদীসটি দুর্বল)

৬. সাদাকার চেয়ে কুরবানীর সাওয়াব অনেক বেশি: ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (র) বলেছেন, কুরবানীর পশুর মূল্যের সমপরিমাণ টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাতের চেয়ে ঐ পশুটি কুরবানী করলে এর সাওয়াব অনেক বেশি হবে।

তিনি আরো বলেন যে, কুরবানীর সাওয়াব নির্ভর করে ঐ পশুর মূল্যের উপর। অর্থাৎ যে পশুর মূল্য যত বেশি ঐ কুরবানীর সাওয়াব তত বেশি। তাছাড়া কুরবানীর আরো কিছু হিকমত রয়েছে, আর তা হলো–

১. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন,

২. ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত পালন ও

৩. ঈদের দিন গোশ্‌ত খাওয়া ও আনন্দ-ফুর্তি করা।

প্রশ্ন: যারা কুরবানী করে না তাদের কী হবে?

উ: সাহাবী আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ـ

'যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু ক্রয় করার মতো আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করল, অথচ কুরবানী দিল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে-কাছেও না আসে' (ইবনে মাজাহ ৩১২৩, হাদীসটি হাসান)। অর্থাৎ সক্ষমতা থাকার পরও কুরবানী না করার কারণে আমাদের প্রিয় নবী (স) তাকে ঈদগাহে আসতে নিষেধ করলেন। এটা কত বড় হুঁশিয়ারি! কুরবানী না করার পাপ তাহলে কত মারাত্মক!

যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব

প্রশ্ন: কুরবানী কার উপর ওয়াজিব?

উ: ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, ঈদের দিন যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। নেসাব হলো সাড়ে সাত ভরি (৮৫ গ্রাম) স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা অর্থা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য বা এর সমপরিমাণ নগদ অর্থ শুধু ঈদের দিন হাতে থাকলেই কুরবানী দিতে হবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলেমের মতে, ঈদের দিন যার হাতে কুরবানীর যে কোনো একটা পশু কেনার অর্থ থাকবে, তার উপরই কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরবানী করার মতো সচ্ছলতা অর্জন করল, অথচ কুরবানী দিল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।' (ইবনে মাজাহ ৩১২৩)

উক্ত হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ দলীল দিচ্ছেন যে, নেসাব পরিমাণ হওয়া শর্ত নয়। বরং একটা পশু কেনার মতো ক্ষমতা অর্জনই যথেষ্ট। আর এটিই মত হিসেবে অধিক শক্তিশালী।

প্রশ্ন: কুরবানী কি প্রতি বছরই করতে হবে?

উ: হ্যাঁ, কুরবানী ওয়াজিব হলে প্রতি বছরই কুরবানী করা আবশ্যক। সাহাবী ইবনে উমর (রা) বলেছেন, أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرُ سِنِيْنَ يُضَحِّي

'নবী করীম (স) দশ বছর মদীনাতে ছিলেন। সেখানে তিনি প্রতি বছরই কুরবানী করেছেন।' (তিরমিযী, হাদীসটি আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন, তবে আলবানীর মতে এটি দুর্বল)। অন্যত্র রাসূলে কারীম (স) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً ـ

Contents

'হে মানবমণ্ডলী! প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্ব হলো প্রতি বছর কুরবানী দেওয়া।' (ইবনে মাজাহ ৩১২৫)

প্রশ্ন: কোন কোন শর্ত পূরণ হলে ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়?

উ: ১. মুসলিম হওয়া: কারণ অমুসলিম থাকা অবস্থায় কুরবানী ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ ঈমান আনা ছাড়া কোনো ইবাদাত কবুল হয় না। আর ঈমান না আনলে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

২. স্বাধীন হওয়া: কোনো কৃতদাস-কৃতদাসীর উপর কুরবানী আবশ্যক নয়।

৩. মুকীম হওয়া: নিজ বাসস্থানে বসবাসরত হতে হবে। সফররত অবস্থায় কুরবানী ওয়াজিব হয় না। এটা শুধু হানাফীদের অভিমত।

৪. নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী বা সচ্ছল হওয়া: অর্থাৎ ফকীর-মিসকীনের উপর কুরবানী বাধ্যতামূলক নয়। আর যারা নেসাব পরিমাণ সম্পদের শর্ত করেছেন, তাদের নিকটও তা এক বছর পরিমাণ সময় হাতে থাকা জরুরি নয়। সবচেয়ে শুদ্ধ অভিমত হলো, সেদিন কুরবানী দেওয়ার মতো সক্ষমতা থাকলেই তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: সফররত অবস্থায় যদি কেউ কুরবানী করে তাহলে কি তা আদায় হবে?

উ: হ্যাঁ, কুরবানী হয়ে যাবে। যদিও মুসাফিরের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন: মেয়েদের জন্য কি কুরবানী ওয়াজিব হয়?

উ: হ্যাঁ, তা হয়। কোনো মেয়ে সম্পদশালী হলে, তার অর্থবিত্ত থাকলে তার উপরও কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়।

প্রশ্ন: স্বামীর সম্পদ থেকে যদি কোনো মহিলা কুরবানী দিয়ে দেয় তাহলে কি তা জায়েয হবে?

উ: যদি স্বামীর অনুমতি নিয়ে দেয় তাহলে তো অবশ্যই জায়েয। আর যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া দেয় তাহলেও তা ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার মতে জায়েয হবে।

প্রশ্ন: হাতে টাকা নেই, তবু ধার করে কুরবানী দিল– এর হুকুম কী?

উ: কুরবানী হয়ে যাবে। তবে ঐ ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। সে তার এ কাজে মুস্তাহাব আমল হিসেবে সাওয়াব পাবে।

Contents

জীবিত ও মৃতের পক্ষে কুরবানী

প্রশ্ন: মাতাপিতা ইন্তিকাল করেছেন– তাদের পক্ষ থেকে কি কুরবানী করা জায়েয?

উ: হ্যাঁ, তা জায়েয। এমনকি যেকোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে জীবিতরা কুরবানী দিতে পারবে। সৌদি আরবের খ্যাতনামা ও অত্যন্ত স্বনামধন্য মুফ্‌তী মরহুম মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন এ বিষয়ে ৩টি ভাগ করে নিম্নবর্ণিত মত ব্যক্ত করেছেন:

১. জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এক সাথে নিয়ত করা: এটাও জায়েয। একবার কুরবানী করার সময় রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَفِيْهِمْ مَنْ مَاتَ سَابِقًا ـ

'হে আল্লাহ! আমার এ কুরবানী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও পূর্বে যারা ইন্তিকাল করেছে তাদের পক্ষ থেকে।'

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, একই পশু জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া শরী'আসম্মত।

২. শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে: এটাও জায়েয। মৃতের পক্ষে তার ওয়ারিশদের দান খয়রাত যেমন জায়েয, তেমনই তাদের পক্ষে কুরবানী দেওয়াও জায়েয। এটা নেকের কাজ এবং মাইয়্যেতের জন্য উপকারী। সাধারণ দান-খয়রাতের উপর কিয়াস করে ফুকীহগণ এ মতামতটি প্রদান করেছেন। তবে এর বিপক্ষেও অপর একদল উলামা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে মৃত ব্যক্তি কেবল অসীয়ত করে গেলেই তার পক্ষে কুরবানী করা বৈধ হবে, অন্যথায় নয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম মতটিই অধিকতর শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ অসীয়ত না করে গেলেও মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী করা জায়েয। সৌদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ এর সপক্ষে মত দিয়েছেন।

৩. অসীয়তকারীর পক্ষ থেকে: মৃত ব্যক্তি অসীয়ত করে গেলে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, এখানে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু সজাগ থাকা দরকার। আমরা অনেকেই বলি– অমুকের নামে কুরবানী করব, এ কথাটি না বলে বরং বলব অমুকের পক্ষ থেকে কুরবানী করব। কারণ কুরবানী হবে শুধু আল্লাহর নামে, কোনো মানুষের নামে নয়।

কুরবানীর উপযুক্ত পশুর বিবরণ

প্রশ্ন: কোন কোন প্রাণী দ্বারা কুরবানী করা জায়েয?

উ: শুধুমাত্র (১) উট, (২) গরু, (৩) মহিষ, (৪) ছাগল ,(৫) ভেড়া ও (৬) দুম্বা দ্বারা কুরবানী দেওয়া জায়েয। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে এগুলোকে বলেছেন, بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ বাহীমাতুল্ আন্ আম্। বাংলায় এর মর্মার্থ হিসেবে চতুষ্পদ জন্তু বলা যায়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (স) এ ছয় প্রকারের বাইরে অন্য কোনো প্রাণী দিয়ে কুরবানী করেননি। অতঃএব এর বাইরে যাওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন: কোন প্রকার পশু কুরবানী হিসেবে উত্তম?

উ: ১. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেশি সাওয়াব হবে উটে, এরপর গরু বা মহিষ। সর্বশেষে ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা। উল্লেখ্য যে ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা হলো কুরবানীর জন্য সর্বনিম্ন পশু। এর নিচে বা এর চেয়ে ছোট কোনো প্রাণী দিয়ে কুরবানী হবে না।

২. আর গুণগত দিক থেকে সর্বোত্তম কুরবানী হলো যে পশু হৃষ্টপুষ্ট, শক্তিশালী, অধিক গোশতসম্পন্ন, নিরোগ ও নিখুঁত এবং দেখতে সুন্দর।

প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর বয়স কত হতে হবে?

উ: কমপক্ষে নিম্নবর্ণিত বয়স পূর্ণ হতে হবে

১. ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা– ১ বছর।
২. গরু বা মহিষ– ২ বছর।
৩. উট– ৫ বছর এবং তা ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করতে হবে।

জাবের (রা) বর্ণিত এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .

'নির্দিষ্ট বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো পশু তোমরা কুরবানী করো না। তবে তা পেতে যদি কখনো দুষ্কর হয়ে যায়, তাহলে শুধু সেক্ষেত্রে ছয়মাস বয়সের মেষ-শাবক কুরবানী করতে পার। (মুসলিম ১৯৬৩)

প্রশ্ন: দোষযুক্ত কোনো পশু কি কুরবানী করা যাবে?

উ: দোষ দুই প্রকার– প্রথমত, এমন কিছু দোষ আছে, যে অবস্থায় কুরবানী জায়েয হবে না। দ্বিতীয়ত, আর কিছু দোষ আছে যেগুলোসহ কুরবানী করলে মাকরূহ হবে। তবে কুরবানী হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: কোন ধরনের দোষ থাকলে কুরবানী জায়েয হবে না?

উ: বার'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيَدِىْ أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ـ وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ـ وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ـ وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِىْ لَا تُنْقِى ـ

'কোনো একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন তারপর বললেন, চার ধরনের (দোষযুক্ত) পশু দিয়ে কুরবানী জায়েয হবে না (অপর বর্ণনায় আছে পরিপূর্ণ হবে না) আর তা হলো (ক) অন্ধ: যার অন্ধত্ব স্পষ্ট, (খ) রোগাক্রান্ত: যার রোগ স্পষ্ট, (গ) পঙ্গু: যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট ও (ঘ) আহত: যার কোনো অঙ্গ ভেঙে গেছে। নাসাঈর অন্য এক রেওয়াতে আছে যে পশু পাগল (তিরমিযী ১৪৯৭, নাসাঈ ৪৩৭০)। যে ধরনের পশু কুরবানী করা জায়েয এগুলোকে ফুকাহাগণ ১০টি ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৪টি দলীলের ভিত্তিতে এবং অপর ৬টি কিয়াসের আলোকে:

যে চারটি সরাসরি 'নস'-এর ভিত্তিতে নিষিদ্ধ

১. দেখলেই বুঝা যায় যে, এটা সুস্পষ্ট কানা।
২. পশুটির অবস্থা এমন যে, তাকালেই এর অসুস্থতা চোখে পড়ে।
৩. সুস্পষ্ট খোঁড়া।
৪. অতি বেশি পাতলা, শুকনা বা হাড্ডিসার।

আর যেগুলো ইজতিহাদের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ

৫. এমন অন্ধ যে, চোখে কিছুই দেখে না।
৬. যার মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়ে গেছে এবং পেট ফুলে গেছে।
৭. প্রসব প্রক্রিয়া চলমান পশু, অর্থাৎ কিছু দিনের মধ্যেই বাচ্চা প্রসব করবে এমন অবস্থা অত্যাসন্ন।
৮. মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার অবস্থায় আছে এমন পশু।
৯. এমন পঙ্গুত্ববরণকারী অবস্থা, যে অবস্থায় এটা হাঁটতে পারে না।
১০. কোনো একটা পা কর্তিত থাকা অবস্থার পশু।

প্রশ্ন: কোন ধরনের পশু কুরবানী করা জায়েয হলেও তা হবে মাকরূহ?

উ: ফকীহগণ এমন ধরনের পশুকে ১৩টি ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে–

প্রথমত: যে ৯টি দলীল দ্বারা প্রমাণিত মাকরূহ সেগুলো হলো:

১. শিং বা কান কাটা।

২. সামনের দিকের কান আড়াআড়িভাবে কাটা থাকা।
৩. পেছনের দিকের কান আড়াআড়িভাবে কাটা থাকা।
৪. যার কান লম্বালম্বি কাটা বা চিড়া।
৫. যার কান ফুটো করা বা কানে ছিদ্র থাকা।
৬. গোড়া থেকে যার কান উপড়ে গেছে, ফলে সেখানে কানের গর্ত পর্যন্ত দেখা যায় এবং হাড্ডিসার।
৭. যার শিং গোড়া থেকে ভেঙে গেছে।
৮. যার দৃষ্টিশক্তি নাই, যদিও তার চোখ আছে।
৯. এমন শক্তিহীন ও হাড্ডিসার যে কারণে পালের সাথে চলতে পারে না, অনুসরণ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: যে ৪টি কিয়াসের আলোকে মাকরূহ

১০. লেজ কাটা কোনো ভেড়া হলে কুরবানী জায়েয হবে না। তবে এ ছাড়া অন্য পশু লেজ কাটা হলেও তা দিয়ে কুরবানী হবে মাকরূহ। অর্থাৎ কুরবানী জায়েয হলেও এটা হবে ঘৃণিত।
১১. প্রাণীটির পুরুষাঙ্গ কাটা থাকলে। তবে নিয়মমাফিকভাবে অণ্ডকোষ কেটে পশুটাকে খাসি করা হলে তা আর মাকরূহ হবে না।
১২. যে পশুর কিছু দাঁত পড়ে গেছে।
১৩. স্তনের বোঁটা কেটে গেলে বা কর্তিত থাকলে। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার মতে আংশিক অর্থাৎ কয়েকটি দাঁত পড়ে গেলে এ দিয়ে কুরবানী করা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: একটা পশুকে কুরবানীর জন্য নির্ধারণ করার পদ্ধতি কী?

উ: তিন পদ্ধতিতে একটি পশু কুরবানীর জানোয়ার হিসেবে নির্ধারিত হয়। আর তা হলো:

১. কথা দ্বারা: 'এ পশুটি আমি কুরবানীর জন্য নির্ধারণ করলাম' এমন ভাষা উচ্চারণ করা। বাক্যটি হবে অতীতকালের ভাষায়, ভবিষ্যৎ কালের নয়। জন্তুটাকে কুরবানীর জন্য বাছাই করব বা নির্ধারণ করব এমন ভবিষৎ সূচক নয়।

২. ক্রয় দ্বারা: পশুটি যদি কুরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তাহলেও এটা কুরবানীর জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল।

৩. জবাই দ্বারা: কুরবানীর নিয়তে পশুটি জবাই করা। উপরে বর্ণিত ৩ প্রকার কাজের যেকোনো একটি কাজ সম্পন্ন করলে এটি কুরবানীর পশু হিসেবে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ পশুটি কুরবানীর পশু হিসেবে গণ্য হবে, বিবেচিত হবে।

কুরবানীর পশুর লালন-পালন ও হেফাযতের বিধান

প্রশ্ন: কুরবানীর জন্য ক্রয় করা হয়েছিল। এখন এটা বিক্রয় করতে চায়– এটা কি জায়েয?

উ: না, কুরবানীর জন্য নির্ধারিত হওয়ার পর– এ পশু আর বিক্রয় করা জায়েয নেই। এমনকি এটা দান করাও জায়েয নয়। তবে কুরবানীর জন্য এর চেয়ে বেশি দামি অন্য আরেকটি পশু ক্রয় করার উদ্দেশ্যে হলে এটা বিক্রয় করা জায়েয হবে।

প্রশ্ন: কুরবানীর জন্য নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর ঐ পশু দিয়ে হাল চাষ বা বোঝা বহন করা জায়েয কি না?

উ: না, কুরবানীর পশু থেকে কোনো প্রকার উপকার ভোগ করা যায় না, কৃষি কাজে ব্যবহার করতে পারবে না, এটাকে দিয়ে বোঝা বহন করানো যাবে না, ব্যক্তিগত বা অন্য কোনো কাজেই তা ব্যবহার করা জায়েয নেই। তবে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়লে সেক্ষেত্রে জায়েয হবে। উক্ত পশুর দুধও বিক্রয় করা জায়েয নেই, তবে তা নিজেরা খেতে পারবে।

প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর পশম কি কাটতে পারবে?

উ: না, তাও জায়েয নেই। তবে পশম কাটা যদি এ প্রাণীটির জন্য উপকারী হয় তাহলে তখন তা জায়েয হবে। আর সেক্ষেত্রে কর্তিত পশম দান করা উত্তম, নিজেরাও ব্যবহার করতে পারবে, তবে এ পশম বিক্রয় করা যাবে না।

প্রশ্ন: লালন-পালন অবস্থায় কুরবানীর প্রাণীর মধ্যে দোষ দেখা দিলে কী করবে?

উ: কুরবানীর জন্য নির্ধারণের পর লালন-পালনের সময় যদি কুরবানী দাতার বিনা অবহেলায় এ পশুর মধ্যে কোনো দোষ দেখা দেয় তাহলে এ প্রাণীই কুরবানী দেওয়া জায়েয। আর যদি মালিকের অবহেলার কারণে এ প্রাণীর মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয় তাহলে এ প্রাণীর বদলে অন্য আরেকটি দোষমুক্ত পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: পূর্বোক্ত প্রশ্নে নতুন ক্রয়কৃত পশুর সাথে প্রথমোক্ত দোষযুক্ত প্রাণীটিও কি কুরবানী দিতে হবে?

উ: না, তা লাগবে না।

প্রশ্ন: পশু চুরি হয়ে গেলে কী করব?

উ: মালিকের অবহেলায় চুরি হলে নতুন আরেকটি কিনে কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি মালিকের অবহেলা ছাড়া চুরি বা হারানো যায় তাহলে এর বদলা দিতে হবে না।

প্রশ্ন: কুরবানীর জন্য নিয়ত করা হলো, এরপর যদি পশুটি বিনষ্ট হয়ে যায় বা মারা যায় তাহলে কী করব?

উ: যদি এমন কারণে বিনষ্ট হয় বা মারা যায় যার মধ্যে মানুষের কোনো হাত নেই তাহলে এর বদলে অন্য পশু কুরবানী দেওয়া লাগবে না। আর যদি মালিকের নিজের অবহেলার কারণে প্রাণীটি বিনষ্ট হয় তাহলে ভর্তুকি হিসেবে এর বদলে অন্য আরেকটি জন্তু কুরবানী দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

অপরদিকে মালিক ছাড়া অন্য কারো দ্বারা নষ্ট হলে ঐ ব্যক্তি থেকে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করে উক্ত মূল্য দিয়ে আরেকটি পশু কুরবানী করবে। আর ক্ষতিপূরণ আদায় সম্ভব না হলে নতুন আরেকটি পশু কুরবানী না দিলেও চলবে।

প্রশ্ন: কুরবানীর নিয়ত করার পর যদি এ পশুর বাচ্চা হয় তাহলে এ বাচ্চাকে কী করবে?

উ: সময় হলে পরে এ বাচ্চাকেও কুরবানী দিতে হবে এবং কুরবানী সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম আহকাম এ বাচ্চার উপর প্রয়োগ হবে।

প্রশ্ন: কুরবানী ঠিক করার পর যদি মালিক মারা যায় তাহলে?

উ: উক্ত পশু কুরবানী করা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

কুরবানীর সময় শুরু এবং শেষ

প্রশ্ন: কখন থেকে কুরবানীর পশু জবাইয়ের ওয়াক্ত শুরু হয়?

উ: ঈদের সালাত আদায় করার পর কুরবানী করার সময় শুরু হয়, এর আগে নয়। সাহাবী বারাআ ইবনে আযেব (بَرَاءُ ابْنِ عَازِبْ) (রা) বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (স) খুৎবাতে বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ -

'(ঈদুল আযহার) এ দিনটি আমরা শুরু করব (ঈদের) নামায দিয়ে। আর নামায শেষ করে আমরা কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এমন ধারাবাহিকভাবে আমল করবে সে লোক যেন আমার আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈদের নামায আদায়ের আগেই (কুরবানীর পশু) জবাই করে ফেলল, সে যেন তার পরিবারবর্গের জন্য মাত্র কিছু গোশতের ব্যবস্থা করল। কুরবানী বলতে তার কিছুই আদায় হলো না।' (বুখারী ৯৬৫)

প্রশ্ন: কেউ কুরবানীর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই কুরবানী জবাই করে ফেলেছে– এর কী হবে?

উ: কুরবানী আদায় হবে না। তাকে আরেকটি পশু কিনে ওয়াক্ত হওয়ার পর আবার কুরবানী দিতে হবে। কুরবানীর নির্ধারিত সময় শুরু হওয়ার আগে দিলে কুরবানী আদায় হয় না।

প্রশ্ন: কেউ যদি নামাযের আগেই জবাই করে ফেলে তাহলে কী করবে?

উ: তার কুরবানী হবে না। ঈদের নামাযের পর তাকে এর বদলে আরেকটি পশু জবাই করতে হবে। জুন্‌দুব ইবনে সুফিয়ান আল বাজালী (রা) বলেন, কোনো এক কুরবানীর দিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। আমি শুনেছি তিনি (স) বললেন,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرٰى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ .

'যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বেই (কুরবানীর জন্তু) জবাই করে ফেলেছে সে যেন এর বদলে আরেকটি পশু কুরবানী করে নেয়। আর যে লোক এখনো জবাই করেনি সে যেন (ঈদের নামায শেষে) জবাই করে। (বুখারী ৫৫৬২)

প্রশ্ন: যেসব নির্জন প্রান্তরে জনবসতি খুবই কম, ঈদের নামায যেখানে হয় না– তারা কখন কুরবানী করবে?

উ: ঈদের নামায শেষ হতে যে পরিমাণ সময় অতিক্রম হয় আনুমানিক সে পরিমাণ সময় পার হয়ে যাওয়ার পরই তারা কুরবানী করবে।

প্রশ্ন: কুরবানী কি সালাত শেষ হওয়ার পরপরই করবে? নাকি খুৎবার পর?

উ: উত্তম হলো খুৎবা শেষ হওয়ার পর কুরবানী করা। সাহাবী জুনদুব (রা) বলেন,

صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ .

'কুরবানীর দিন নবী (স) প্রথমে ঈদের নামায পড়লেন, অতঃপর খুৎবা দিলেন, তারপর পশু জবাই করলেন।' (বুখারী ৯৮৫)

প্রশ্ন: কুরবানী করার শেষ সময় কখন?

উ: (ক) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, কুরবানীর শেষ সময় ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। হযরত ওমর, আলী এবং ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন,

أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا .

'কুরবানীর সময় হলো তিন দিন। আর এর মধ্যে উত্তম হলো প্রথম দিন।'

(খ) ইমাম শাফী (র)-সহ অন্যান্য ফকীহর মতে, কুরবানীর সময় ১৩ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। এ পক্ষের দলীল হলো: আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ .

'যেন তারা নিজেদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাজির হতে পারে এবং (আমাদের রব) তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিযিক দিয়েছেন (তার শুকরিয়াস্বরূপ) উপরোল্লেখিত দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।' (সূরা হাজ্জ: ২৮) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এ আয়াতে উল্লেখিত দিনগুলো বলতে বুঝায় কুরবানীর ঈদের দিন এবং এরপর তিন দিন, মোট চার দিন। দেখুন বুখারীর ব্যাখ্যা ফাতহুল বারী, ২য়/৫৬১ পৃ.।

সাহাবী জুবাইর ইবনে মুত্ইম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ .

'আইয়্যামে তাশরীকের প্রত্যেক দিনই (কুরবানীর পশু) জবাই করা জায়েয' (মুসনাদে আহমাদ ৪/৮২)। উপরিউক্ত দু'টো দলীলের ভিত্তিতে ১৩ যিলহজ্জ সূর্যোস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করা জায়েয বলে প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন: কোন কোন দিনকে 'আইয়্যামে তাশরীক' বলা হয়?

উ: কুরবানীর ঈদের পরবর্তী ৩ দিন। অর্থাৎ ১১ যিলহজ্জ থেকে ১৩ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত মোট ৩ দিন। যারা মনে করে 'আইয়্যামে তাশরীক' ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত– এটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন: কুরবানীর শেষ দিন হিসেবে কোন মতটি বেশি শুদ্ধ?

উ: জমহুর ফুকাহা অর্থাৎ বেশির ভাগ ফকীহ এর মতে ১৩ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানীর শেষ সময়। আর এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। উল্লেখ্য যে, ঈদের দিন কুরবানী করা সর্বোত্তম– এতে কোনো দ্বিমত কারোরই নেই।

Contents

প্রশ্ন: কুরবানী কি রাতের বেলায় করা যায়?

উ: হ্যাঁ, রাতের বেলায়ও কুরবানী করা জায়েয আছে। এতে কোনো মাকরূহ হবে না। কারণ মাকরূহ হওয়ার পক্ষে কোনো দলীল নাই। তবে রাতে কুরবানী না করা বিষয়ে একটি মওদু হাদীস অর্থাৎ বানোয়াট কথার প্রচলন আছে।

শরীকানা কুরবানী

প্রশ্ন: কুরবানীতে শরীকানার হুকুম কী? এক পশুতে সর্বোর্ধে কতজনকে শরীক করা জায়েয?

উ: শরীকানা দু'প্রকার–

(ক) প্রথমত, সাওয়াবে শরীক করা: অর্থাৎ এক পশুতে একাধিক লোককে শরীক করা জায়েয। এমনকি ১টা ছাগল, গরু বা মহিষ সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকেও কুরবানী করা জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ (স) এভাবে কুরবানী করেছেন। জাবের (রা) বর্ণিত, এক হাদীসে এসেছে একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি দুম্বা আনা হলো। তিনি এটাকে নিজ হাতে জবাই করলেন। জবাইয়ের সময় তিনি বললেন,

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّىْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِىْ -

'বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আক্‌বার, হে আল্লাহ! এটি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের মধ্যে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে'। (আবূ দাঊদ ২৮১০, তিরমিযী ১৫২১)

(খ) দ্বিতীয়ত, মালিকানায় শরীক করা: অর্থাৎ গরু বা মহিষ হলে একজন থেকে শুরু করে সর্বোর্ধ ৭ জন লোককে শরীক করা জায়েয আছে। এমনকি ২ জন, ৩ জন, ৪ জন এভাবে জোড় বা বেজোড় সংখ্যক সর্বোর্ধ ৭ জনকে একই পশুতে শরীক করা জায়েয। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন,

نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَلْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ -

'(একবার) হুদাইবিয়্যাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা উট ও গরু ৭ শরীকে কুরবানী করেছি' (ইবনে মাজাহ ৩১৩২)। তবে ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা হলে এক পশুতে একের অধিক কাউকে শরীক করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন: উট হলে সর্বোচ্চ কতজন শরীক হতে পারবে?

উ: উট হলেও এক পশুতে সর্বোর্ধ্বে ৭ জন শরীক হতে পারবে। তবে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে, সর্বাধিক ১০ জনকে শরীক করতে পারবে।

Contents

সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَضْحٰى فَذَبَحْنَا الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ عَشَرَةٍ ـ

'একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সফরে থাকা অবস্থায় ঈদুল আযহা এসে যায়। তখন আমরা ৭ শরীকে গরু এবং ১০ শরীকে উট কুরবানী করি' (তিরমিযী ৯০৫)। তবে উটের ক্ষেত্রেও ৭ জন শরীক হওয়ার হাদীসটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

প্রশ্ন: শরীকানা কুরবানীতে গোশ্‌ত বণ্টনে সামান্য কমেবেশি হলেকি সমস্যা হবে?

উ: জেনে-শুনে কমবেশি করা ঠিক নয়। তবে অনিচ্ছায় অতি সামান্য কমবেশি হয়ে গেলে তাতে সমস্যা নেই। কারণ, সাধ্যের বাইরে আল্লাহ কারোর উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না। আর বণ্টনে কমবেশি হলে এর দায়-দায়িত্ব বর্তাবে বণ্টনকারীর উপর, কুরবানীদাতার কুরবানীতে কোনো ক্ষতি হবে না। তাছাড়া শরীকরা সকলে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিলে আর কোনো সমস্যাই থাকে না।

প্রশ্ন: কোন এক বা একাধিক শরীক যদি গোশ্‌ত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করে তাহলে বাকিদের কুরবানী জায়েয হবে কি না?

উ: প্রত্যেকটি ইবাদতের উদ্দেশ্য হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। এ উদ্দেশ্য ঠিক রেখে যদি গোশ্‌ত খাওয়ার ইচ্ছা রাখে তাতে সমস্যার কিছু দেখি না। কারণ আল্লাহ তো গোশ্‌ত খেতে বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ـ

'(কুরবানীর গোশ্‌ত) তোমরা নিজেরা খাও এবং অভাবী ও ফকীর মিস্‌কিনকে খাওয়াও' (সূরা হাজ্জ: ২৮)। তবে শুধু গোশ্‌ত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন: হজ্জের সময় মক্কা বা মিনায় হাজীরা যে পশু জবাই করে ঐটা কি?

উ: ঐটা হলো 'হাদী'। বেশির ভাগ হাজী ঐ পশুকে কুরবানী বলে আখ্যায়িত করে, যদিও ঐটা কুরবানী নয়। ঈদুল আযহার সময় যে পশু জবাই হয় এটা হলো কুরবানী, আর হজ্জ উপলক্ষে যে পশু জবাই হয় সেটা হলো 'হাদী'। 'কুরবানী' পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় দেওয়া যায়। কিন্তু 'হাদী' জবাই হবে শুধু মিনায় এবং মক্কায়। এর বাইরে নয়। এ নামকরণটি দেখুন সূরা বাকারার আয়াত নং ১৯৬ এ। উল্লেখ্য যে, হজ্জ আদায়ের ক্ষেত্রে মিনায় হাদী হিসেবে জবাই করলে উট হলেও ৭ জনের অধিক শরীকানা জায়েয নেই।

Contents

নখ চুল কাটা থেকে বিরত থাকার বিধান

প্রশ্ন: যিলহজ্জ মাসের শুরুতে কুরবানী দাতার কী কী কাজ করা উচিত?

উ: ঐ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকে কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত নখ কাটা ও যেকোনো অঙ্গের চুল কাটা থেকে বিরত থাকবে। উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ -

'তোমরা যখন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখতে পাও আর কুরবানী করতে মনস্থ কর তখন তোমরা (কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত) চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাক।' (মুসলিম ১৯৭৭, আহমাদ)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে,

مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِىْ الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ -

'যার কাছে জবাইয়ের জন্য কুরবানীর পশু রয়েছে সে লোক যখনই যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখতে পাবে সে যেন তখন থেকে কুরবানী শেষ করার আগ পর্যন্ত অবশ্যই তার চুল ও নখ না কাটে।' (মুসলিম ১৯৭৭)

প্রশ্ন: উপরে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা কি মাকরূহ নাকি হারাম অর্থে?

উ: সৌদি আরবের স্বনামধন্য মুফতী মরহুম মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (র)-এর মতে, এ নিষেধাজ্ঞাটি হারামের কাছাকাছি অর্থে বর্ণিত হয়েছে। কেননা এখানে বাক্যটি এমন 'না' সূচক শব্দ দ্বারা শুরু হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে 'লাম' এবং 'নূনে' তাকীদ। আরবী ভাষায় কোনো শব্দের মধ্যে 'লাম' ও 'নূনে' তাকীদ থাকলে এটা আবশ্যকীয় অর্থ বুঝায়।

প্রশ্ন: সে সময় নখ ও চুল না কাটার বিষয়টি কি শুধু কুরবানীদাতার একার জন্য, নাকি তার পরিবারের সদস্যদের সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে?

উ: এ হুকুমটি শুধু কুরবানী দাতার নিজের জন্য প্রযোজ্য হবে, তার পরিবারের সদস্যদের জন্য নয়।

প্রশ্ন: অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানীদাতা বা নফল কুরবানী আদায়কারী এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উ: না, এ শ্রেণীর লোকদের জন্য উক্ত সময়ে নখ চুল কাটা হারাম নয়।

প্রশ্ন: যার উপর কুরবানী ওয়াজিব এমন ব্যক্তি যদি উল্লেখিত সময়ে চুল বা নখ কেটে ফেলে তাহলে এ জন্য তাকে কি ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে?

উ: না, ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে না।

জবাইয়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তির পশু জবাই উত্তম?

উ: নিজের পশু নিজে জবাই করা উত্তম, যদি ঐ ব্যক্তি ভালোভাবে জবাই কার্য করতে পারে। আর যদি পশুর মালিক নিজে জবাই করতে না পারে তাহলে অন্যকে দিয়েও জবাই করা জায়েয। একবার রাসূলুল্লাহ (স) কুরবানীর অর্থাৎ হজ্জের হাদীর ৬৩টি পশু নিজ হাতে জবাই করলেন। অতঃপর আর যে ক'টি জন্তু বাকি রয়ে গেল সেগুলো জবাই করতে দিলেন চতুর্থ খলীফা আলী (রা)-কে। (মুসলিম ১২১৮)

প্রশ্ন: কোনো বেনামাযীর জবাই জায়েয হবে কি না?

উ: হানাফী আলেমদের মতে জায়েয। কিন্তু সৌদি আরবের মুফ্‌তী শেখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীনের মতে বেনামাযীর পশু জবাই ও এর গোশ্‌ত ভক্ষণ হারাম। তাছাড়া মুরতাদ, কাদিয়ানী, কমিউনিস্ট ও নাস্তিকের জবাই করা গোশ্‌ত ভক্ষণ সকল মাযহাবের ফকীহ্‌দের মতে হারাম।

প্রশ্ন: যদি কুরবানীদাতা নিজে জবাই করতে না পারে?

উ: তাহলে অন্য লোককে দিয়ে জবাই করা জায়েয। একবার রাসূলুল্লাহ (স) ৬৩টি হাদীর পশু নিজ হাতে জবাই করে বাকিগুলো জবাই করার দায়িত্ব দিলেন চতুর্থ খলীফা আলী (রা)-কে (মুসলিম : ১২১৮)। আর হাদী ও কুরবানীর মাসআলা একই।

প্রশ্ন: কোনো মেয়ে যদি তার পশু নিজে জবাই করতে চায় তাহলে কি তা জায়েয?

উ: হ্যাঁ, তা জায়েয। সাহাবী আবূ মূসা আশআরী (রা) তার মেয়েদেরকে নিজ হাতে তাদের কুরবানীর পশু জবাই করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন (ফতহুল বারী : ১০/২১)। তবে তা উত্তম নয়। কারণ রাসূলের জীবনে তা করেননি। আর এতে করে পর্দার ক্ষতি হতে পারে।

প্রশ্ন: জবাই কিভাবে করবে?

উ: পশুটি যাতে কম কষ্ট পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাহাবী শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ ـ

'আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ে সকলের সাথে ইহসান ও সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি যখন তোমরা কোনো পশুর প্রাণ সংহার কর তখনও ইহসানের সাথে সুন্দরভাবে তা কর। যখন একটা পশুকে জবাই কর তখন ইহসানের সাথে (সম্ভাব্য কম কষ্ট দিয়ে) এটাকে জবাই কর। আর ছুরিটা যেন ভালো করে ধার দিয়ে নেয় যাতে করে জবাইকৃত পশু প্রশান্তি পায়।' (মুসলিম ১৯৫৫)

প্রশ্ন: পশুটাকে কিভাবে শোয়াবে?

উ: পশুর বাম কাতে এটাকে শোয়াবে। ডান হাত দিয়ে ছুরি চালাবে, আর বাম হাত দিয়ে জন্তুর মাথা ধরে রাখবে। পশুর ঘাড়ের মধ্যে জবাইকারীর পা রেখে জবাই করা মুস্তাহাব। সাহাবী আনাস (রা) বললেন,

ضَحّٰى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا ـ

'নবী (স) সাদা রঙের সাথে কালো মিশ্রিত দু'টি শিংওয়ালা ভেড়া কুরবানী করলেন। এ দু'টি পশু তিনি নিজ হাতে জবাই করলেন এবং সে সময় তার একটি পা পশু দু'টির ঘাড়ে রেখে 'বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করলেন' (বুখারী ৫৫৬৫, মুসলিম ১৯৬৬)। তাছাড়া পশুটি অন্যেরা ধরে রাখবে। আর জবাইকারী দু'হাতে ছুরি ধরে জবাই করবে– এটাও ঠিক আছে। এ পদ্ধতিটি ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু ও মহিষ সকলের বেলায় প্রযোজ্য।

প্রশ্ন: উট কিভাবে জবাই করবে?

উ: এর সামনের বাম পা আগে বেঁধে নেবে। আর বাকি ৩ পায়ে উটটি তখন দাঁড়িয়ে থাকবে। এ অবস্থায় তার বুকে ছুরি চালানো হবে।

প্রশ্ন: জবাইয়ের সময় কী পড়বে?

উ: শুরুতেই বলতে হবে بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহ) এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলা মুস্তাহাব।

ক. আল্লাহ তাআলা বলেন, فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

'(জবাইকালীন যে পশুর) উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার কর' (সূরা আন'আম ১১৮)। অর্থাৎ, 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাইকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

২. জাবের (রা) বলেন,

وَأُتِى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ـ

'(একবার) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি দুম্বা আনা হলো। তিনি এটাকে জবাই করলেন এই শব্দ বলে, 'বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার'। (আবূ দাউদ ২৮১০)

৩. জবাইয়ের সময় এটা বলাও জায়েয: اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْكَ وَلَكَ 'হে আল্লাহ! এ পশু তোমারই তরফ থেকে এবং তা তোমারই জন্য।' (আবূ দাউদ ২৭৯৫)

প্রশ্ন: জবাইয়ের পূর্বে কুরবানীদাতার নামোল্লেখ করা কি জরুরি?

উ: কুরবানীদাতার নামোল্লেখ করে তার জন্য তখন দু'আ করা জায়েয। মা আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কুরবানীর দুম্বা জবাই করার সময় বলেছেন,

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ـ

'বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ, তার পরিবার-পরিজন ও তার সকল উম্মতের পক্ষ থেকে এ কুরবানীটি কবুল করে নাও' (মুসলিম : ১৯৬৭)। তবে নামোল্লেখ করা জরুরি নয়, মনে মনে নিয়ত করলেই যথেষ্ট। উল্লেখ্য যে, শরীকানা কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক শরীকের নাম নির্ধারিত থাকতে হবে।

কুরবানীর গোশ্তের হুকুম

প্রশ্ন: কুরবানীর গোশত কারা খেতে পারবে?

উ: সবাই খেতে পারবে। এ গোশত নিজে খাবে, পরিবার-পরিজনকে খাওয়াবে, গরীব মিসকীনকে দান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনকে হাদীয়া উপহার দেবে। অর্থাৎ ধনী-গরীব সবাই কুরবানীর গোশত খেতে পারবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ

'(কুরবানীর গোশত) তোমরা নিজেরা খাও এবং অভাবী ও ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াও।' (সূরা হাজ্জ: ২৮)

Contents

প্রশ্ন: কেউ কেউ কুরবানীর গোশত দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করে রাখে– এটা কি জায়েয?

উ: হ্যাঁ, তা জায়েয। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ لَا تَأْكُلُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثٍ . فَشَكَوْا ذٰلِكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا ، فَقَالَ كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَاحْبَسُوْا وَادَّخِرُوْا .

'হে মদীনাবাসী! তোমরা তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেয়ো না। এ নির্দেশের পর (কিছু লোক) এসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এ অভিযোগ করল যে, তাদেরতো পরিবার-পরিজন আছে, সঙ্গী-সাথী, বাড়ির চাকর-বাকর ও কর্মচারী আছে। (এ অভিযোগ শুনার পর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, (ঠিক আছে, এখন থেকে) তোমরা (কুরবানীর গোশত) খাও, খাওয়াও (যতদিন ইচ্ছা) জমা করে রাখ এবং সংরক্ষণ করতে পার।' (মুসলিম ১৯৭৩)

প্রশ্ন: কোনো অমুসলিম কুরবানীর গোশ্‌ত চাইলে তাকে দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উ: হা, তা জায়েয।

প্রশ্ন: কী পরিমাণ গোশত বিলি করা মুস্তাহাব?

উ: সমগ্র গোশত ৩ ভাগ করে (ক) ১ ভাগ ফকীর-মিসকীনকে দান, (খ) ১ ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীকে উপহার প্রদান এবং (গ) সর্বশেষ ১ ভাগ নিজেরা খাবে। এটা হলো মুস্তাহাব।

প্রশ্ন: এ গোশত কী বিক্রয় করা যাবে?

উ: কক্ষনো না। কুরবানীর গোশত, চর্বি বা এর কোনো অংশ কুরবানীদাতার জন্য বিক্রয় করা জায়েয নেই। কসাইকে গোশত দিয়ে কোনো পারিশ্রমিকও দেওয়া যাবে না। যারা গোশত বানায় তাদেরকেও এ দিয়ে পরিশ্রমিক দেওয়া যাবে না। পারিশ্রমিক হিসেবে আলাদা টাকা-পয়সা দেবে।

হাদীসে আছে, لَا يُعْطِى فِى جِزَارَتِهَا شَيْئًا 'গোশত প্রস্তুতকরণের জন্য গোশত দিয়ে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে না' (বুখারী ১৭১৬, মুসলিম ১৩১৭)। তবে উপহার বা দান হিসেবে কসাই বা অন্য যে কাউকে গোশত দেওয়া জায়েয। তাছাড়া গোশ্‌ত গ্রহীতা দরীদ্র মিস্‌কিনেরা তার প্রাপ্ত অংশ থেকে বিক্রয় এবং ক্রেতা তার কাছ থেকে ক্রয় করা জায়েয আছে।

চামড়ার বিধান

প্রশ্ন: কুরবানীর চামড়া কী করবে?

উ: ১. কসাই বা জবাইকারী বা অন্য যে কাউকে চামড়া বা এর মূল্য পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা জায়েয নেই।

২. চামড়ার বিনিময়ে এমন কিছু গ্রহণ করা যাবে না যা সরাসরি নিজেদের উপকারে আসে। অর্থাৎ এর বিনিময়ে কোনো খাদ্য বা নগদ অর্থ নিজেরা গ্রহণ করবে না।

৩. চামড়া বা এর মূল্য মসজিদ-মাদরাসার কাজে লাগানো জায়েয নেই। তবে মাদরাসার দরীদ্র ছাত্রদেরকে দান করা যেতে পারে।

৪. চামড়া বিক্রির মূল্য দিয়ে মসজিদের ইমাম-মুয়ায্যিন ও মাদরাসা-মক্তবের শিক্ষকদের বেতন দেওয়াও জায়েয নেই।

৫. যেসব খাতে যাকাতের টাকা দেওয়া যায় সেসব জায়গায় চামড়া বা এর মূল্যও দান করা যায়। অর্থাৎ ফকীর-মিসকীনদেরকে।

৬. নিজের পশুর কুরবানীর চামড়া দিয়ে প্রস্তুতকৃত জুতা বা ব্যাগ নিজেরা ব্যবহার করতে পারবে।

৭. তবে কুরবানী বা আকীকা ছাড়া সাধারণভাবে জবাইকৃত পশুর চামড়া বা এর মূল্য নিজেরা খেতে পারবে।

মাযারে পশু জবাইয়ের হুঁশিয়ারি

প্রশ্ন: মাযারে গিয়ে গরু ছাগল জবাই করা বা কুরবানী করা কী?

উ: এ কাজটি শির্ক। যদিও কিছু লোক এটাকে ইবাদত মনে করে করছে। শির্ক হওয়ার প্রথম কারণ হলো– কেউ কেউ জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার' বলার সাথে আবার 'খাজা বাবা জিন্দাবাদ' বলে। কেউ যদি আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে নবীর নাম বা কাবার নাম নিয়েও জবাই করে তবু তা হারাম। এগুলোর গোশত খাওয়াও হারাম। নিবে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম।

দ্বিতীয় কারণ– আবার কেউ যদি জবাইটা আল্লাহর নাম নিয়েই করল কিন্তু মাযারে গিয়ে করল। তার ধারণা এ কবরে পীর সাহেব শুয়ে আছেন। এ মৃত ওলীর কাছ থেকে কিছু বরকত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে এটাও শির্ক।

অতএব মাযারে গরু ছাগল নেওয়া থেকে সাবধান! তাছাড়া মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তে সফর করাও নাজায়েয।

এ বিষয়ে আবূ তোফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন, আমি (একদিন ৪র্থ খলীফা) আলী ইবনে আবি তালেবের কাছে গেলাম। সেদিন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, নবী করীম (স) গোপনে আপনাকে কী বলেছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, আলী (রা) একথা শুনে রেগে গেলেন এবং বললেন, নবী (স) কখনো মানুষের কাছে গোপন রেখে আমার কাছে একান্তে কোনো কিছু বলেননি। তবে একদিন তিনি আমাকে ৪টি কথা বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি জিজ্ঞাসা করল, হে আমীরুল মুমেনীন! ঐ ৪টি কথা কী? উত্তরে তিনি বললেন,

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ -

(১) যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন, (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করে, আল্লাহ তার উপর লা'নত বর্ষণ করেন, (৩) ঐ ব্যক্তিকেও আল্লাহ লা'নত করেন যে লোক কোনো বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, এবং (৪) যে লোক আইল ঠেলে সীমানা ডিঙিয়ে অন্যের জমিতে ঢুকে পড়ে তাকেও আল্লাহ লানত করেন। (মুসলিম ১৯৭৮)

অন্য এক হাদীসে এসেছে, সালমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে একটি মাছির কারণে। অপর এক ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে একটি মাছির কারণে। এ কথা শুনার পর লোকেরা জিজ্ঞাসা করল এটা কীভাবে হবে? তিনি বললেন, একবার দু'জন লোক এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে সম্প্রদায়ের নিয়ম ছিল যে ব্যক্তি এদের পাশ দিয়ে যাবে তাকে ঐ লোকদের মূর্তির উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করতে হবে। ঐ কাউমের লোকেরা এ দু'জনের একজনকে বলল, আমাদের মূর্তির জন্য কিছু উৎসর্গ কর। লোকটি উত্তর দিল আমাদের কাছে তেমন কিছু নেই। তারা বলল, তাহলে ১টা মাছি হলেও এ প্রতিমার জন্য উৎসর্গ কর। লোকটি তাই করল। অতঃপর তারা একে ছেড়ে দিল। (প্রতিমাকে উৎসর্গ করার কারণে আল্লাহ রাগান্বিত হলেন) ফলে এ লোকটি জাহান্নামে চলে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় আরেকজন লোক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কাওমের লোকেরা ঐ ব্যক্তিকেও প্রতিমার জন্য চাঁদা দিতে বলল। সে উত্তরে বলল, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য আমি কোনো কিছু উৎসর্গ করি না। অতঃপর কাউমের লোকেরা এ লোককে হত্যা করল। (এ কাজে আল্লাহ এ বান্দার উপর খুশি হলেন) ফলে লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করল। (আহমাদ, কিতাবুয্ যুহ্দ-এ সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে)।

এবার ভেবে দেখুন! এতসংখ্যক এতিমখানা, গরীব-মিসকীন, বিধবা দেশে থাকার পরও আপনার পশু জবাই মাযারে হবে কেন? তাহলে কি মৃতব্যক্তির কাছ থেকে আপনি কোনো কিছুর প্রত্যাশী? অথবা সেখান থেকে কোনো কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন? তা হলে এটা পরিষ্কার শির্‌ক হয়ে যাবে।

বিবিধ মাসআলা

প্রশ্ন: কুরবানীর সাথে কি আকীকা করা যায়?

উ: শরীকানা কুরবানী দিলে এর কোনো এক ভাগ দিয়ে আকীকা করতে পারবে কি না এ বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে ফকীহদের মতবিরোধ রয়েছে। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো কুরবানীর সাথে আকীকা করা ঠিক নয়। এমন কাজ নবীজি (স) করেননি, সাহাবাগণও করেননি। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন আকীকা অধ্যায়ে।

প্রশ্ন: কেউ যদি কোনো পশু কুরবানীর জন্য মান্নত করে তবে এর হুকুম কী?

উ: মান্নত জায়েয। তবে মান্নতকারী এর গোশত খেতে পারবে না, খাবে দরিদ্র ও ফকীর মিস্‌কীনেরা।

ঈদের সময় তাকবীর বলার বিধান

প্রশ্ন: কুরবানীর ঈদের সময় তাকবীর কিভাবে এবং কখন পড়ব?

উ: এ সময় আল্লাহর রাসূল (স) যে তাকবীরটি পড়তেন সেটি হলো:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ'

উপরিউক্ত তাকবীরটি পড়ার ২টি সময়কাল আছে।

প্রথমটি, যিল্‌হজ্জ মাসের ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় এবং যতবার সম্ভব পড়া সুন্নাত। এটাকে বলে **সাধারণ তাকবীর**।

দ্বিতীয়টি, যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে শুরু করে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রতি ফরয সালাতের পর কমপক্ষে ১ বার বা অধিকসংখ্যক বার পড়া সুন্নাত। এ বিষয়ে রাসূলে কারীম (স) থেকে স্পষ্ট কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। তবে আলী (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এ সময়সীমার ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) এটিকে বিশুদ্ধ মত হিসেবে উল্লেখ

করেছেন। জোড় বা বেজোড় সংখ্যায় যতবার ইচ্ছা এ তাকবীর পড়তে পারে। এ জন্য নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। তাকবীর পুরুষদের জন্য উচ্চৈঃস্বরে পড়া সুন্নাত, আর মেয়েরা পড়বে নিচু স্বরে। এ দিনগুলোকে বলা হয় 'আইয়্যামে তাশরীক'। আর এ দিনের তাকবীরকে বলা হয় **বিশেষ তাকবীর**। উল্লেখ্য যে, সকলে একই আওয়াজে স্লোগানের মতো জামা'আতের সাথে তাকবীর পাঠ করা ঠিক নয়, সুন্নাত হলো একাকী পড়া।

প্রশ্নে: বিশেষ করে ১ যিলহজ্জ থেকে ১০ যিলহজ্জ পর্যন্ত সর্বাবস্থায় এ তাকবীর পড়ার গুরুত্ব কতটুকু?

উ: এটিও সুন্নাত, (ক) সাহাবী ইবনে ওমর (রা) এ দিনগুলোতে সালাতের পর, বিছানায় অবস্থানকালে, বাজারে, জনসমাবেশে ও রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র সর্বাবস্থায় এ তাকবীর পাঠ করতেন। (বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন)

(খ) ইমাম বুখারীর উদ্ধৃত আমল দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বাবস্থায় সকল ধরনের সালাত শেষে, সকল স্থানে, নারী-পুরুষ, মুকিম-মুসাফির, শহর ও গ্রামবাসী সকলেই তাক্‌বীর পাঠ করবে। (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড- পৃ. ২৩৭)

(গ) শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার মতে সকল সালাতের শেষে তাকবীর পাঠ করা উচিত (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, খণ্ড ২৪, পৃ. ২২০)

সর্বাবস্থায় তাকবীর পাঠ করাকে বলা হয় তাকবীরে মুত্‌লাক অর্থাৎ সাধারণ তাকবীর। আর শুধু ফরয সালাতের শেষে পঠিত তাকবীরকে বলা হয় তাকবীরে মুকাইয়াদ অর্থাৎ বিশেষ তাকবীর। এ দু'প্রকার তাক্‌বীরই সুন্নাত।

প্রশ্ন: ১ যিলহজ্জ থেকে ১০ যিলহজ্জ পর্যন্ত সর্বদা সর্বত্র তাকবীর পড়ার প্রচলন এখন খুবই কম, এটি চালু করার জন্য কি করা যায়?

উ: বেশি বেশি দাওয়াতী কাজ করা এবং মানুষকে এতে উৎসাহিত করা দরকার। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ أَحْيَاءَ سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيْتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنْ أَجْرِ مِثْلِ مَنْ عَمِلَ بِهَا - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا -

'আমার ইন্তিকালের পরে যে সুন্নাতটির মৃত্যু হয়েছে তা যে লোক জীবিত করবে (অর্থাৎ আমল শুরু করবে) সে ব্যক্তি এ সুন্নাত আমলকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে; কিন্তু এ সুন্নাত আমলকারীদের পুরস্কার থেকে কোনো অংশ কর্তন করা হবে না। (তিরমিযী ৬৭৭, ইবনে মাজাহ ২০৯)

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত

প্রশ্ন: ১ থেকে ১০ যিলহজ্জ দিনগুলোতে ইবাদতের জন্য হাদীসে কি কি পুরস্কারের ঘোষণা এসেছে?

উ: (ক) এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'যিলহজ্জের চাঁদের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত এ দশ দিনের ইবাদতের চেয়ে অধিকতর প্রিয় ও পছন্দনীয় আর কোনো ইবাদত নেই। সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, এমনকি জিহাদও নয়? তিনি উত্তর দিলেন- এমনকি জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি জান-মাল নিয়ে জিহাদে গেল, কিন্তু সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারল না (তার ব্যাপারটি ভিন্ন)। (বুখারী)

(খ) হাফেয ইবনে হাজার (র) বলেছেন, এ দিনগুলোর ইবাদত এত অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার কারণ হলো- এ দিনগুলোতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত একত্রিত হয়ে থাকে। যেমন- আরাফাতে অবস্থান, কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী, ফরয সালাত, সদাকাহ ও দান খয়রাত, তালবিয়্যা ও তাকবীর পাঠ ইত্যাদি। এতদসঙ্গে নিয়মিত অন্যান্য ইবাদতও সাথে আছেই। বছরের অন্য কোনো মওসুমে এতগুলো বড় ইবাদত একত্রিত হয় না।

(গ) আরাফার দিনে অর্থাৎ ৯ যিলহজ্জ যে লোক রোযা রাখবে আল্লাহ তাআলা তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (দু') বছরের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন (মুসলিম ১১৬৩)। তবে আরাফাতে অবস্থানকালীন কোনো হাজী এ রোযা রাখবে না।

প্রশ্ন: তাহলে সর্বোত্তম দিন কোনগুলো- রমযানের শেষ ১০ দিন, নাকি যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন?

উ: রাত হিসেবে বছরের শ্রেষ্ঠ রাত হলো রমযান মাসের শেষ দশ রাত, আর দিন হিসেবে বছরের সর্বোত্তম দিন হলো যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন।

প্রশ্ন: এ দিনগুলোতে আরো কী কী ইবাদত করা সুন্নাত?

উ: আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيْهِنَّ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ.

'এ দশ দিনের ইবাদতের চেয়ে অধিক মর্যাদাকর কোনো ইবাদত নেই। অতএব এ দিনগুলোতে তোমরা যতবেশি সম্ভব '*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*', '*আল্লাহু আকবার*' ও '*আলহাম্‌দুলিল্লাহ*' পড়' (মুসনাদে আহমাদ : ২/৭৫)। এতদসঙ্গে তাওবা, ইস্তিগফার ও দুরূদ ইত্যাদি বেশি বেশি করতে পারেন। তাছাড়া ঈদের বিশেষ ও সাধারণ তাকবীর তো আছেই।

Contents

আকীকা অধ্যায়

আল্লাহর রাসূল (স)-এর বহুবিধ সুন্নাহর মধ্যে আকীকা মুসলিম মিল্লাতের জন্য অতীব গুরুত্ববহ একটি সুন্নাত, যাকে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলেম 'ওয়াজিব'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। আকীকা সামান্য এক-দু'টা ছাগল জবাইয়ের বিষয় হলেও এ কাজটি একজন শিশুর সারা জীবনের নিরাপত্তার জন্য এটি একটি ফিদ্ইয়া। এটিতে যেমন একটি সুন্নাত পালন হয়, অপরদিকে একজন নবজাতকের জন্ম থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ জীবনের বিপদাপদ, কষ্ট, দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে হেফাযতের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেমের মতে এটি জীবন রক্ষার টীকা। উক্ত আকীকা সংক্রান্ত বিষয়ে মোটামুটি বিস্তারিতভাবে বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে জরুরি ফিক্হী মাসায়েলগুলো পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রশ্নোত্তর আকারে সাজানো হলো।

আকীকার পরিচিতি ও এর হুকুম

প্রশ্ন: আকীকা অর্থ কী?

উ: এর শাব্দিক অর্থ হলো কাটা বা কর্তন করা। আর শরী'আর পরিভাষায় নবজাতক শিশুর পক্ষ থেকে সপ্তম দিবসে যে পশু জবাই করা হয় এটাকে বলা হয় আকীকা।

প্রশ্ন: আকীকার হুকুম কী?

উ: জমহুর ফকীহ অর্থাৎ অধিকাংশ আলেমের মতে আকীকা করা মুস্তাহাব। তবে মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানীসহ কিছু কিছু ফকীহ আকীকার বিধানকে ওয়াজিব মনে করেন। আকীকার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত হাদীস বর্ণিত আছে:

১. সালমান ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذٰى ـ

'প্রত্যেক শিশুর জন্য আকীকা রয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর (অর্থাৎ আকীকার পশু জবাই কর) এবং তার কষ্টকর ও ময়লাসমূহ দূর কর (বুখারী ৫৪৭১) (অর্থাৎ আকীকার বিনিময়ে এ শিশুর জীবনকে আল্লাহ নিরাপদ করে দেবেন)।' এখানে أَذٰى অর্থ হলো মাথার চুল।

২. অপর এক সাহাবী সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمّٰى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ -

'প্রত্যেক শিশু আকীকার জন্য দায়বদ্ধ। আর সপ্তম দিবসে যেন তার পক্ষ থেকে আকীকার পশু জবাই, তার নাম রাখা ও মাথা মুণ্ডন করা হয়।' (তিরমিযী ১৫২২, আবূ দাঊদ ২৮৩৮)

প্রশ্ন: আকীকার কী কী উপকারিতা রয়েছে?

উ: উপকারিতা ও ফযীলত অনেক, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. আকীকার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও তার শুকরিয়া আদায় হয়।

২. নবজাতক শিশুটি যেন সারা জীবন বিপদাপদ ও বালামুছিবৎ থেকে নিরাপদে থাকে সে জন্য তার পক্ষ থেকে এটি আল্লাহর রাস্তায় ফিদইয়া প্রদান।

৩. আকীকা ইসলামের একটি চমৎকার বিধান। আর এ বিধানটি পালনের মধ্য দিয়ে উল্লাস ও আনন্দ প্রকাশ করা যায়।

৪. এর গোশ্‌ত নিজেরা খাওয়া, গরীবদেরকে দান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদেরকে উপহার দেওয়া যায়।

প্রশ্ন: হাতে টাকা নেই, তবু কর্জ করে আকীকা করে ফেলল– এর হুকুম কী?

উ: আকীকা আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন, কর্জ করে হলেও আকীকা করে ফেলা ভালো। তিনি বলেন যে, আমি আশা করি এর বিনিময়ে আল্লাহ দ্রুত তার সমস্যা সমাধান করে দিতে পারেন। কারণ, হাছান বসরী (র) ও জুনদূব ইবনে সমূরা (রা) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ 'প্রত্যেক নবজাতক আকীকার জন্য দায়বদ্ধ'। কাজেই যে লোক ধার করে হলেও সন্তানের আকীকা বিলম্ব না করে ত্বরিত সম্পন্ন করে নবীর (স) একটি সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করল এবং রাসূল (স)-কে অনুসরণ করল।

আকীকার সময়

প্রশ্ন: কোন দিন আকীকা করা সুন্নাত?

উ: ৭ম দিবসে করা সুন্নাত, সেদিন না পারলে চতুর্দশ দিবসে। কোনো কারণে এ দিনও না পারলে ২১তম দিবসে করা যায়। এ মর্মে আয়েশা (রা) হতে একটি দুর্বল বর্ণনা পাওয়া যায়। এ দিনগুলোও যাদের অতিবাহিত হয়ে গেছে তারা সুবিধামতো যেকোনো দিনে আকীকা করলে তা আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

Contents

প্রশ্ন: যদি কেউ দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আকীকা করে ফেলে তাহলে?

উ: আকীকা আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: সপ্তম দিবস নির্ধারণের উদ্দেশ্য কী? সেদিন জবাইকার্য করা নাকি গোশত ভক্ষণ করা?

উ: সেদিন জবাই করাই হলো প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: সপ্তম দিবস কিভাবে গণনা করব?

উ: শিশুটি যেদিন জন্মগ্রহণ করবে সেদিনকে ১ম দিবস ধরে যেদিন ৭ম দিবস হয় সেদিন আকীকা করবে। যেমন কোনো একজন শিশু সোমবারে জন্মগ্রহণ করল, এ সোমবারকে ১ম দিন ধরে পরবর্তী রবিবার হবে তার ৭ম দিন। অতএব এ শিশুর আকীকার পশু জবাই করবে রবিবারে।

প্রশ্ন: একজন শিশুর পক্ষে কয়টি পশু জবাই করা সুন্নাত?

উ: পুত্রসন্তান হলে ২টি এবং কন্যা সন্তান হলে ১টি ছাগল বা ভেড়া। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ۔

'প্রত্যেক পুত্রসন্তানের পক্ষে ২টি এবং কন্যাসন্তানের পক্ষে ১টি হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া জবাই করবে।' (আহমাদ ২/১৩৩, তিরমিযী ১৫১৩, আবূ দাউদ ২৮৩৪, হাদীসটি সহীহ)

উল্লেখ্য যে, ভেড়ার বদলে ছাগল, গরু, মহিষ বা উটও জবাই করা জায়েয আছে।

প্রশ্ন: ৭ম দিবস আসার আগেই যদি শিশুটি মারা যায় তাহলে কি তার আকীকা দিতে হবে?

উ: হ্যাঁ, এমন হলেও আকীকা করা সুন্নাত।

প্রশ্ন: যদি শিশুটি মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার আকীকা করার বিধান কী?

উ: যদি রূহ আসার আগে মৃত্যু হয় তাহলে তার আকীকা নেই। আর যদি রূহ আসার পর মৃত্যু হয় তাহলে আকীকা করতে পারেন, না করলেও সমস্যা নেই। আর মাতৃগর্ভে শিশুর রূহ আসে ১২০ দিন পর। সৌদি আরবের প্রখ্যাত মুফতী

মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (র) এ বিষয়ে ৪টি স্তর উল্লেখ করেছেন:

১. রূহ আসার আগে মৃত্যুবরণ করলে আকীকা লাগবে না।

২. রূহ আসার পর মৃত্যু হলে একদল আলেমের মতে দেওয়াটা সুন্নাত, অপর আরেক দলের মতে তার আকীকা দেওয়া লাগবে না।

৩. জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু মারা গেছে ৭ম দিবসের আগেই। এর বিষয়ে দুটি মত। এক দলের মতে দেওয়াটা সুন্নাত। অপর আরেক দলের মতে এর আকীকা লাগবে না।

৪. শিশুটি ৭ম দিবস পর্যন্ত বেঁচেছিল, মারা গেছে ৮ম দিবসে। তার ব্যাপারে আলেমদের অভিমত হলো এর আকীকা করা সুন্নাত। তবে এসব মতামত উলামায়ে কেরামের ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন: কোনটি উত্তম– আকীকা করা নাকি সমপরিমাণ মূল্য দান করে দেওয়া?

উ: আকীকা করা উত্তম, যদিও পশুর মূল্যের চেয়েও বেশি দান করা হয়।

প্রশ্ন: আকীকার গোশত বিতরণ করা নাকি এ গোশত রান্না করে খাওয়ানো– কোনটি উত্তম?

উ: মুস্তাহাব হলো আকীকার গোশ্ত রান্না করে মানুষকে খাওয়ানো।

আকীকার পশুর গুণাগুণ ও ধরন

প্রশ্ন: পশুটির গুণাগুণ কেমন হওয়া উচিত?

উ: কুরবানীর পশুর যেসব গুণাগুণ থাকা আবশ্যক এবং যে ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকা উচিত– আকীকার পশুও তেমনই হওয়া উচিত।

প্রশ্ন: আকীকার পশুর সর্বনিম্ন বয়স কত থাকা দরকার?

উ: কুরবানীর জন্য যে বয়স থাকা উচিত আকীকার জন্যও একই বয়স থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন: কুরবানীর গরুতে কি আকীকায় শরীক হওয়া জায়েয?

উ: এতে আলেমদের মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী আলেমগণের মতে জায়েয আছে। যেহেতু কুরবানীতে শরীক হওয়া যায় সেহেতু এর উপর কিয়াস করে তারা এটা জায়েয মনে করেন।

Contents

কিন্তু অধিকাংশ (জমহুর) আলেমের মতে, কুরবানীর গরু, মহিষ বা উটে আকীকায় শরীক হওয়া জায়েয নেই। কারণ কুরবানীতে শরীক হওয়ার পক্ষে সরাসরি হাদীস আছে, কিন্তু আকীকায় শরীক হওয়ার পক্ষে কোনো হাদীস বা দলীল প্রমাণ নেই। কুরবানী ওয়াজিব হয় সম্পদের উপর। পক্ষান্তরে আকীকা ওয়াজিব হয় জানের উপর। অর্থাৎ আকীকার উদ্দেশ্য হলো জানের বদলে জান দেওয়া। কাজেই এক পশুর জানে তিন, পাঁচ বা সাত জনে শরীক হওয়া বৈধ নয়। তাই কুরবানীর গরু-মহিষে ভাগে আকীকায় শরীক হওয়া অথবা একই গরুতে তিন বা পাঁচ-সাত জনে আকীকায় অংশ নেওয়া জায়েয নেই। (ফাতাউয়া গ্রন্থের দলীল)

উল্লেখ্য যে, পশুর গুণাগুণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, এর গোশত ভক্ষণ, দান ও বিলিবণ্টন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে কুরবানী ও আকীকার মাসআলা এক ধরনের। শুধু পার্থক্য হলো কুরবানীর গরু, মহিষ ও উটে শরীক হওয়া জায়েয, আর আকীকাতে শরীকানা জায়েয নেই।

প্রশ্ন: কী কী পশু দিয়ে আকীকা করা জায়েয?

উ: ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এবং গরু, মহিষ ও উট।

প্রশ্ন: আকীকার গোশ্‌ত কে কে খেতে পারবে?

উ: নবজাতকের পিতা, মাতা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন, ধনী, গরীব সকলেই খেতে পারবে। যেমনটি খেতে পারে কুরবানীর গোশত।

যাদের আকীকা পূর্বে হয়নি তাদের করণীয়

প্রশ্ন: যার আকীকা আগে হয় নাই, এখন অনেক বয়স হয়ে গেছে সে কি এখন নিজের আকীকা নিজে দিতে পারবে?

উ: হ্যাঁ, তা পারবে নিজের আকীকা নিজে দেওয়াও মুস্তাহাব।

১. আনাস (রা) বলেছেন, যে বছর রাসূলুল্লাহ (স) নবুয়্যত প্রাপ্ত হন সে বছর তিনি নিজেই নিজের আকীকা দিয়েছেন (মুসান্নাফে আ: রায্‌যাক, হাদীস নং ...)। তবে হাদীসটি সহীহ নয়।

২. হাসান বসরী (রা) বলেন, যদি তোমার আকীকা করা না হয়ে থাকে তাহলে তুমি নিজেই নিজের আকীকা করে নাও। (ইবনে হাযম, হাদীস নং .... হাদীসটি সহীহ)

৩. মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন বলেন, 'যদি আমি জানতে পারতাম যে, আমার আকীকা করা হয়নি তাহলে আমি নিজেই আমার আকীকা করে নিতাম। (মুসান্নাফে ইবনে শাইবা, হাদীস নং .....)

৪. বিংশ শতাব্দীর বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দেস নাসিরুদ্দীন আলবানী (র) বলেন, নিজের আকীকা নিজে করা সুন্নাত, কিন্তু ওয়াজিব নয়। আর কোনো মুসলিম যদি জানতে পারে যে তার আকীকা করা হয়নি তাহলে সে নিজেই নিজের আকীকা করে নেওয়া উত্তম। এতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের আমল হয়ে যায়। (সিলসিলাতু হুদান ওয়ান নূর, কেসেট নং ২৫৮)

৫. সৌদি আরবের খ্যাতনামা মুফতী শেখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (র) বলেন, দরিদ্রতার কারণে কেউ যদি আকীকা করতে না পারে তাহলে এ সুন্নতটি পালনের দায়িত্ব থেকে সে অব্যাহতি পাবে। আর পিতা আকীকার দায়িত্ব পালন না করে থাকলে নিজেই নিজের আকীকা সম্পন্ন করার কাজটি ঠিক আছে (শরহে বুলুগুল মারাম ক্যাসেট)। তবে সার-সংক্ষেপ হলো এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে কোনো সহীহ হাদীসের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না।

আকাকীর অনুষ্ঠান ও বিবিধ মাসআলা

প্রশ্ন: কেউ কেউ আকীকার অনুষ্ঠান করে, এটি কেমন?

উ: ঠিক আছে, সমস্যা নেই। মুআবিয়া ইবনে কুরবা থেকে বর্ণিত, তিনি ইলিয়াছ নামক তার এক ছেলের আকীকা অনুষ্ঠানে কয়েকজন সাহাবাকে দাওয়াত দিয়ে খাবার পরিবেশন করেছেন। (ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ)

তবে আকীকার অনুষ্ঠান হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দরিদ্রদের খাবার প্রদানের জন্য। নামধাম জাহির করা বা কোনো কিছু প্রাপ্তির জন্য নয়।

প্রশ্ন: এর চামড়া কী করবে?

উ: বিক্রয় করে এর মূল্য দরিদ্রদেরকে দান করে দেবে।

প্রশ্ন: জবাইয়ের সময় কি বলবে?

উ: বলবে, 'বিসমিল্লাহ' এতদসঙ্গে অন্তরে ঐ শিশুর নাম থাকলে শুধু মনে মনে নিয়তই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন: সপ্তম দিবসে আর কী কী কাজ শিশুর জন্য করণীয় যা সন্তানের অধিকার হিসেবে তার প্রাপ্য?

উ: সুন্দর নাম রাখা, শিশুর মাথা মুণ্ডন করা, মুণ্ডনকৃত চুলের সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্য বা এর মূল্য মিসকিনদেরকে দান করা সুন্নাত। রাসূল (স)-এর নাতি হাসান (রা)-এর জন্ম হলে তিনি তার কন্যা ফাতেমা (রা)-কে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে,

اِحْلَقِى رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِى بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ .

'তার মাথা মুণ্ডন কর এবং মুণ্ডন করা চুলের সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্য গরীব-মিসকিনদের মধ্যে দান করে দাও' (আহমাদ ৬/৩৯০ ও বায়হাকী ৮/৩০৪)। আলবানী (র) বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

প্রশ্ন: কন্যাসন্তান হলেও কি তার মাথা মুণ্ডন করবে?

উ: না, মাথা মুণ্ডন শুধুমাত্র পুত্র সন্তানদের জন্য।

প্রশ্ন: যদি ডাক্তার মনে করে যে সেদিন চুল কামালে নবজাতকের ক্ষতি হতে পারে তাহলে কী করব?

উ: তাহলে মুণ্ডন না করে এর বদলে অনুমান করে চুলের সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্য বা এর মূল্য গরীব মিসকিনদেরকে দান করে দেবে। তবে ডাক্তার সাহেব যেন যথাসম্ভব পরীক্ষা নিরিক্ষা যাচাই-বাছাই করে রায় দেন। তা না হলে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও ইবাদত থেকে বঞ্চিত হবে এবং ডাক্তার সাহেব গুণাহগার হবেন।

প্রশ্ন: চুল কামানো ও পশু জবাই কোনটি আগে?

উ: আগে আকীকার পশু জবাই, এরপর চুল কামানো। হজ্জে হাজীরাও হাদী জবাইয়ের পর চুল কাটে। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র) বলেছেন, সে অনুকরণে নবজাতকের ক্ষেত্রেও এটাই হবে ধারাবাহিকতা। তবে চুল কামানোর ক্ষেত্রে মাথার সামনে, পিছে, ডানে, বামে বা মধ্যখানে আংশিক মুণ্ডন করা আর বাকি অংশ রেখে দেওয়া জায়েয নেই।

প্রশ্ন: শিশুর নাম রাখার দায়িত্ব কার?

উ: এটা পিতার দায়িত্ব। পিতার উপর সন্তানের হক। একজন বাবার দায়িত্ব হলো সন্তানের জন্য একটি সুন্দর নাম বাছাই করা। কেউ কেউ আবার দুই নাম রাখে। একটি লিখিত, অপরটি ডাক নাম। এমনটি করা আমি সমীচীন মনে করি না।

প্রশ্ন: কী ধরনের নাম রাখা উচিত?

উ: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত নাম রাখা আবশ্যক বলে একদল আলেম মত ব্যক্ত করেছেন:

১. আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আবদুর রহমান (মুসলিম)

২. এরপরের স্তর হলো– আল্লাহর যেকোনো সিফাতী নামের পূর্বে 'আব্দ্' শব্দ যোগ করে নাম রাখা। যেমন আবদুল গফুর, আবদুর রাহীম, আবদুস্ সাত্তার ইত্যাদি।

৩. নবী-রাসূলগণের নাম। যেমন মুহাম্মাদ, ইবরাহীম, মূসা ইত্যাদি।

৪. মুসলমানদের মধ্যে যারা সৎ লোক বলে পরিচিত যেমন সাহাবী, তাবেয়ী, ইমামগণ তাদের নাম।

৫. এমন সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা যার মধ্যে শরী'আহ বিরোধী কোনো বিষয় থাকবে না (তাছমিয়্যাতুল মৌলুদ পৃ. ২৬-২৯)। আর মন্দ ও অসংলগ্ন অর্থবোধক নাম পরিহার করা, যেমন মাহীন (নিকৃষ্ট), রাব্বী (আমার রব) ইত্যাদি।

প্রশ্ন: শিশুর খৎনা কখন করা সুন্নাত?

উ: ইজতিহাদের ভিত্তিতে একদল ফকীহ ৭ থেকে ১০ বছরের মধ্যে খাৎনা করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন কামিয়াব প্রকাশনের আমারই প্রণীত বই 'বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ওযূ-গোসল'।

সমাপ্ত